দুনিয়ার মজদুর এক হও

১৬ ডিসেম্বর কমরেড মোফাখখার চৌধুরী'র ১৮ তম শহীদ দিবস পালন করুন!

"মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদীরা আদর্শগত আলোচনা করে একটি উদ্দেশ্যে, তা হলো তাদের নিজের দেশের বাস্তব অবস্থায় সেই আদর্শের প্রয়োগ কীভাবে হবে তার জন্য, সাধারণভাবে কোন আদর্শগত আলোচনারই কোন বিপ্লবী তাৎপর্য নেই। কারণ সত্যের যাচাই হবে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে প্রয়োগের মারফত।"

—কমরেড চারু মজুমদার

সহযোদ্ধা, কমরেড মোফাখখার চৌধুরী পূর্ববাঙলায় বিপ্লবী রাজনীতি তথা মাওবাদী রাজনীতির অন্যতম পথপ্রদর্শক। তিনি পূর্ববাঙলার কমিউনিস্ট পার্টি (এম.এল)এর সম্পাদক ছিলেন। ২০০৪ সালে তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী বিএনপি'র প্রত্যক্ষ মদতে রাষ্ট্রীয় খুনী বাহিনী র‍্যাব এই মহান নেতাকে ঢাকা থেকে গ্রেফতার করে। পরবর্তীতে রাতের অন্ধকারে কুষ্টিয়া জেলায় ভূয়া ক্রসফায়ারের নাটক সাজিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে।

কমরেড মোফাখখার ছাত্রজীবন থেকে বিপ্লবী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরবর্তীতে পূর্ববাঙলার কমিউনিস্ট পার্টির সাথে যুক্ত হন- পর্যায়ক্রমে কেন্দ্রীয় সদস্য নির্বাচিত হন। সংশোধনবাদী রাজনীতির বিপরীতে দাড়িয়ে কৃষিবিপ্লবী যুদ্ধের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের রাজনীতির কাজকে তিনি প্রধানভাবে আঁকড়ে ধরেন। '৭১-'৭২ সালে পার্টির ভিতর সংশোধনবাদ-সংস্কারবাদের বিরুদ্ধে তৎকালীন মাও চিন্তাধারা ও কমরেড চারু মজুমদারের শিক্ষাকে উর্দ্ধে তুলে ধরেন। ১৯৭৩ সালে তিনি গ্রেপ্তার হন। ১৯৭৬ সালে মুক্তি পেয়ে তিনি পার্টি পূণর্গঠনে প্রধান ভূমিকা পালন করেন। বিশেষত নকশালবাড়ী পথকে যখন রাষ্ট্রীয় মদতে রঙবেরঙের সংশোধনবাদীরা আক্রমণ করে, হাজার হাজার বিপ্লবী কর্মীকে হত্যা করে- তখন বিপ্লবী জনগণের প্রধান নেতা হিসাবে তত্ত্ব ও অনুশীলনে তিনি মৌলিক ভূমিকা রাখেন। তিনি জনগণের মুক্তির লক্ষ্যে আত্মত্যাগের রাজনীতিকে আত্মস্থ করে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। তিনি সঠিকভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন, আধা উপনিবেশিক - আধা সামন্ততান্ত্রিক শোষণের জালে আবদ্ধ আমাদের এই দেশকে মুক্ত করতে হলে কৃষিবিপ্লবী জনযুদ্ধ পরিচালনা করতে হবে। মাওবাদের আলোকে এবং কমরেড চারু মজুমদারের শিক্ষা ব্যতিত পূর্ববাঙলায় এলাকাভিত্তিক ক্ষমতা দখলের রাজনীতি তথা জনযুদ্ধ পরিচালনা করা যায় না।

বর্তমানে আওয়ামী বাকশালী ফ্যাসিবাদী শাসন উচ্ছেদে এলাকাভিত্তিক ক্ষমতা দখলের পথই হচ্ছে বিপ্লবী পথ। এখানকার সংশোধনবাদী বাম কমিউনিস্ট নামধারী দলগুলো ভোটের রাজনীতিতে সরব হয়ে উঠেছে। তাদের প্রত্যেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শাসকশোষকগোষ্ঠীর দুটি প্রধান দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপির লেজুড় হতে মহাব্যস্ত। সংশোধনবাদীদের রাজনীতি বিমূর্ত মার্ক্সবাদ চর্চার আড্ডাখানা। এই আড্ডাখানার রাজনীতি ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। গণঅভ্যুত্থানের গলাবাজী শেষপর্যন্ত গিয়ে আধা সামন্তবাদী, আমলা মুৎসুদ্দি পুঁজির দালালীতে রূপান্তরিত হয়েছে। এরা সাম্রাজ্যবাদের প্রেসক্রিপশনে পঁচাগলা এই রাষ্ট্রব্যবস্থা মেরামতের ঠিকাদারী লাইন গ্রহণ করেছে। শোষক শ্রেণীর গুন্ডাপান্ডা, দূর্নীতিবাজ, লুটেরাদেরকে জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে জায়েজ করা এবং সশস্ত্র বিপ্লব সম্বন্ধে জনগণের ভিতর অনাস্থা সৃষ্টির লক্ষ্যে এই নিকৃষ্ট সংশোধনবাদীরা ভোট ভোট করে মুখে ফেনা তুলতে শুরু করেছে। পূর্ববাঙলার জনগণের সশস্ত্র বিপ্লবী সংগ্রামকে বারবার রক্তের বন্যায় ডুবিয়ে দেওয়া শোষক শ্রেণীর রাজনৈতিক পার্টি আওয়ামী লীগ, বিএনপি'র চরণতলে বসে তারা সুষ্ঠ ভোটের মধুর ভাষণ দেওয়াকেই নিজেদের বিপ্লবী কর্মকান্ড হিসেবে মেনে নিয়েছে।

যদি এদেশে সাম্রাজ্যবাদী লগ্নী পুঁজির শোষন অব্যাহত থাকে, যদি গ্রামাঞ্চলে মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক বর্বর কর্তৃত্ব বজায় থাকে, যদি আমলাতান্ত্রিক মূৎসুদ্দি বুর্জোয়াদের শোষণ-জুলুম-লুটপাট অব্যাহত থাকে এবং সর্বোপরি এদেশের জনগণের দুশমন সকল সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত থাকে- তাহলে কীভাবে এদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে? কমরেড মোফাখখার চৌধুরী সঠিক ভাবেই বলেছিলেন, "সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে গণতন্ত্রের শত্রুশ্রেণীকে উচ্ছেদ করা ছাড়া আমাদের দেশে গণতন্ত্র কায়েম হতে পারেনা। এটা এক বৈজ্ঞানিক সত্য।"

এদেশের সব সমস্যার মূলে রয়েছে কৃষক সমস্যা। কৃষকদের সমস্যার সমাধান করা ছাড়া এদেশের কোন সমস্যারই সমাধান করা সম্ভব হবেনা। কৃষক সমস্যার সমাধান বলতে বোঝায় কৃষি থেকে অকৃষক মালিকানা অর্থাৎ জোতদার মহাজনদের চিরতরে উচ্ছেদ। জোতদার মহাজনদের কর্তৃত্ব ধ্বংস করে গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র ভূমিহীন কৃষকের কর্তৃত্ব কায়েম করতে হলে শ্রেণীশত্রু খতমের মধ্যদিয়ে গেরিলা যুদ্ধের সূচনা করতে হবে এবং এই যুদ্ধকে রাষ্ট্রীয় বাহিনী পর্যন্ত সম্প্রসারিত করতে হবে। এই পথই এদেশের জনগণের মুক্তির পথ। সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদ-আমলা মুৎসুদ্দি পুঁজি ও তার দালালদের উচ্ছেদ করে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে দরিদ্র ভূমিহীন কৃষকের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে সবাইকে সামিল হবার আহ্বান জানাই।

শহীদ কমরেড মোফাখ্খার চৌধুরী লাল সালাম!

পূর্ববাঙলার জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব জিন্দাবাদ!

মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদ জিন্দাবাদ!

পূর্ববাঙলার কমিউনিস্ট পার্টি (মাওবাদী)

কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক কমিটি ডিসেম্বর/২০২২